সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
তানিম আহমেদ, জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
জাকির হোসেন, বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

সম্পাদকীয়

বিগত প্রতিটি সরকারের আমলে বিটিভি দলীয় প্রচার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। বিটিভিতে পেয়েছে দলীয় ব্যক্তিত্বরা প্রাধান্য। এরশাদ সরকারের আমলে বিটিভি পরিচিতি লাভ করেছিল সাহেব গোলামের বাক্স হিসেবে। বিএনপি আমলে শুধু নামের পরিবর্তন হয়ে বিবি গোলামের বাক্স হিসেবে পরিচিত হয়। আওয়ামী শাসনামলে দর্শকেরা বিটিভিকে বলতো বাপ-বেটির বাক্স। আওয়ামী লীগ তার শাসনামলে বিটিভিকে নামমাত্র স্বায়ত্তশাসন দিয়েছে। অনেকে তখন একে আয়ত্তশাসন বলেছে। মূলত তথাকথিত স্বায়ত্তশাসন পেয়ে বিটিভির চারিত্রিক পরিবর্তন হয়নি।

বিএনপি অতীত থেকে শেখেনি। জোট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই বিটিভিকে জোটের প্রচারযন্ত্রে পরিণত করে। শুধু দলের প্রচারযন্ত্রে পরিণত করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, নাটক, বিনোদনমূলক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানেও দলীয় লোকদের পুনর্বাসিত করেছে। আনন্দ ঘণ্টা নামে একটি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের জন্য সাবেক রাষ্ট্রপতি একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ছেলে সংসদ সদস্য মাহী বি. চৌধুরী প্রতি সপ্তাহে চার ঘণ্টা বরাদ্দ নিতে চাচ্ছেন। নজিরবিহীন এ ঘটনায় বিস্মিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল। বিপাকে পড়েছে দেশের প্যাকেজ নির্মাতারা। হিসাবে দেখা গেছে সপ্তাহে চার ঘণ্টাব্যাপী মাহী বি. চৌধুরীর বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আনন্দ ঘণ্টা প্রচার করলে বিটিভির আগামী চার বছরে ক্ষতি হবে ৮ কোটি টাকা। অপরদিকে মাহী বি. চৌধুরীর লাভ হবে ১২ কোটি টাকা। শুধু পিক আওয়ারের মারপ্যাঁচে বিটিভির ক্ষতি হবে ২ কোটি টাকা।

বিটিভি রাষ্ট্রীয় সম্পদ। ক্ষমতার দৌরাত্ম্য এ সম্পদকে ব্যক্তির ব্যবসায়ী স্বার্থে ব্যবহারের খবর খুবই দুঃখজনক। জোট নেত্রী নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন জনসভায় বিটিভিকে দলের প্রচার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করায় আওয়ামী লীগ সরকারকে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। নির্বাচনী ইশতেহারে তিনি বিটিভিকে স্বায়ত্তশাসন দেয়ার ঘোষণাও দিয়েছিলেন। ক্ষমতায় গিয়ে তিনি এ প্রতিশ্রুতি ভুলতে বসেছেন। আজকের স্যাটেলাইটের মুক্ত তথ্য প্রবাহের যুগে বিটিভিকে দলীয় গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে জনবিচ্ছিন্ন করে তোলা হচ্ছে। দেশের জনগণ এ ধারার অবসান চায়।

বৃহত্তর সিলেটের পার্বত্য এলাকায় প্রায় সাতশ' বছর ধরে খাসিয়ারা বাস করে আসছে। পাহাড়ের চূড়ায়। যূথবদ্ধভাবে। অথচ আজও তারা পায়নি রাষ্ট্রীয়ভাবে ভূমির অধিকার। সমতল থেকে আসা প্রভাবশালী মহল খাসিয়াদের পুঞ্জিগুলো দখলের চেষ্টা করে চলছে। তাদের সহযোগিতা করছে প্রশাসন। মিথ্যা জেনেও খাসিয়া হেডম্যানদের বিরুদ্ধে থানা মামলা গ্রহণ করছে। বন বিভাগ বন মামলা দায়ের করছে। পুঞ্জি থেকে জোর করে গাছ কেটে নেয়া হচ্ছে। চাঁদা না দিলে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী মহল উচ্ছেদের ভয় দেখাচ্ছে। তাদের ভোট পেয়েও বিরোধী দল নীরব। অসহায় খাসিয়ারা। তাদের প্রশ্ন, বংশ পরম্পরায় বসবাসের পাহাড় ছেড়ে কোথায় যাবে তারা। খাসিয়াদের মতো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসীরা ভুগছে নানা সমস্যায়। সংবিধান অনুসারে সরকার আদিবাসীদের নিরাপত্তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে সরকারকে। দেশের বিবেকবান মানুষদের।